আজকের কাগজ

তারিখ ... 08 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৮।

প্রধানমন্ত্রীর ১০ হাজার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

বিএনপি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৩শ' কোটি টাকার বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি

একশ' স্কুল-কলেজ সরকারি করা হবে

সৈয়দ বোরহান কবীরঃ নির্বাচনের আগে সারাদেশে ১০০ স্কুল এবং কলেজ সরকারিকরণসহ ৩০০ কোটি টাকার বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। এই সব উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালবার্টসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন। শুধুমাত্র বিএনপি'র নির্বাচিত সাংসদদের নির্বাচনী এলাকাগুলোতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একই এলাকায় স্কুল এবং কলেজ সরকারি হলেও যাচাই এর ভিত্তিতে যে তালিকা আছে তা অনুসরণ না করেই এই সরকারিকরণ করা হচ্ছে। ঐ নিয়ে খোদ বিএনপি'তেই ক্ষোভ এবং অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপি'র একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানায়, বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং স্কুল সরকারিকরণের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেইসব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার জন্যেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন জনসভায় প্রধানমন্ত্রী যে সব প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই সব প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসগুলোর একটি তালিকা চাওয়া হয়েছিলো। সব মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো প্রতিশ্রুতির তালিকায় দেখা যায়, গত এক বছরে প্রধানমন্ত্রী ১০ হাজারের বেশি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি-আশ্বাস দিয়েছেন। এরমধ্যে রূপসা সেতু থেকে শুরু করে চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণা পর্যন্ত রয়েছে। সূত্র মতে, নির্বাচনের আগে ছোটখাট রাস্তাঘাট, মসজিদ, ব্রীজ, কালভার্ট স্কুল ও কলেজ উন্নয়ন এসবের উপর গুরুত্বারোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির বিভিন্ন মন্ত্রীরা গত ৪ বছরে ৩৫০ স্কুল ও কলেজ সরকারি করার প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়েছিলো। এর মধ্যে থেকে ১০০ স্কুল ও কলেজ বের করা হয়েছে, যেগুলো নির্বাচনী দিক থেকে গুরত্বপূর্ণ। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এসব স্কুল ও কলেজ পর্যায়ক্রমে সরকারি করা হবে। এসব উন্নয়ন কাজে অন্তত ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়া আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে, বিএনপি'র সমস্ত নির্বাচনী এলাকার নেতাদেরকে স্থানীয় সমস্যা, অভাব অভিযোগ এবং চাহিদার ফিরিস্তি দিতে বলা হয়েছে। সব নির্বাচনী এলাকায় সমস্যা যেমন রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই এগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে নির্বাচনের আগে দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী জনসভায় এসব সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট আশ্বাস দেবেন। বিএনপি'র নীতি নির্ধারকরা মনে করছেন, এসব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস জাতীয় রাজনৈতিক বক্তব্যের চেয়ে জনগণ বেশি পছন্দ করবে এবং স্থানীয় রাজনীতিতে অনেক বেশি ভূমিকা রাখবে। কিন্তু বিএনপির এসব উদ্যোগ এবং প্রকল্পে খোদ বিএনপি'র মধ্যে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। পরাজিত এলাকার বিএনপি'র নেতারা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছে। অবশ্য, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে।